**বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস**

খৃষ্ট-পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দির শুরু থেকে বৌদ্ধ ভূ-খন্ড হিসেবে পরিচিত উত্তর ভারত (গাঢ় কমলা রঙ দ্বারা চিহ্নিত) থেকে বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রসারণ, বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ (কমলা রঙ দ্বারা চিহ্নিত) এবং বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক প্রভাব সংবলিত অংশসমূহ (হলুদ রঙ দ্বারা চিহ্নিত)। মহাযান (লাল তিরাকৃত চিহ্ন), থেরবাদ (সবুজ তিরাকৃত চিহ্ন) এবং তান্ত্রিক-বজ্রযান (নীল তিরাকৃত চিহ্ন)।.

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস** খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত; যা পূর্বে প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে গড়ে উঠে মগধ রাজ্যের (যা বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশ) চারদিকে প্রচারিত হয়েছিলো। বৌদ্ধ ধর্ম অস্তিত্ব মূলত [সিদ্ধার্থ গৌতমের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A6%AE_%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7) শিক্ষার উপর ভিত্তি করে। বৌদ্ধ ধর্ম আজ পালনকৃত প্রাচীন ধর্মগুলোর মধ্যে একটি। বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রপাত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু হয়ে মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অব্দি ছড়িয়ে পরে। এক সময় এই ধর্ম পুরো এশিয়া মহাদেশের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস নানা ধরনের ভাববাদি আন্দোলনের উন্নয়ন যেমনঃ [থেরবাদ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6), [মহাযান](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8) ও [বজ্রযানের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8) মতো বৌদ্ধ ধর্মের অন্যান্য শাখার উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত।



**সিদ্ধার্থ গৌতম**

অশোক চক্র, একটি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মচক্রের চিহ্ন যা [ভারতের জাতীয় পতাকার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE) অংশভুক্ত।

সিদ্ধার্থ গৌতম বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি শাক্য রাজবংশের এক ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ পরিবারে রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে এখনও অনেক ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তাগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেনই যে, ৪০০ খৃষ্টপূর্বের কিছু দশক আগে বুদ্ধ মারা গিয়েছিলেন। তাঁর শাক্য-ক্ষত্রিয় বংশের পরিবারগণ ব্রাহ্মণ গোত্রের ছিল, যা তাঁর পরিবার কর্তৃক প্রদানকৃত নাম "গৌতম" দ্বারা নির্দেশিত। ঊনবিংশ শতাব্দির পণ্ডিত এইতেল-এর মতে, সিদ্ধার্থ গৌতমের নাম গৌতম শব্দটি এক ব্রহ্মর্ষি গৌতম থেকে অনুপ্রাণীত।[[৩]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8#cite_note-3) অনেক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে, বৌদ্ধ ছিলেন ব্রহ্মর্ষি অঙ্গিরসের বংশধর।উদাহরণস্বরূপঃ পালি মহাভাগ্য অঙ্গিরস গ্রন্থে বুদ্ধকে অঙ্গিরস হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে যা মূলত গৌতম বুদ্ধ-কে অঙ্গিরস-সম্প্রদায়ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে। লেখক এবং ইতিহাসবেত্তা [এডওয়ার্ড জে. থমাসও](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%8F%E0%A6%A1%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1_%E0%A6%9C%E0%A7%87._%E0%A6%A5%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8&action=edit&redlink=1) বুদ্ধকে ব্রহ্মর্ষি গৌতম এবং অঙ্গিরসের বংশধর হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বৌদ্ধ পরম্পরাগত মতবাদানুযায়ী, সন্ন্যাসী জীবনযাপন ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম ভোগপরায়ণতা এবং স্ব-রিপুদমনের একটি সংযমী পথ আবিষ্কার করেছিলেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মূলত একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে যেটি বর্তমানে ভারতের বুদ্ধ গয়ায় বোধি বৃক্ষ হিসেবে পরিচিত। সিদ্ধিলাভের পর থেকে গৌতম বুদ্ধ "সম্যকসমবুদ্ধ" বা "আলোকিত ব্যক্তিত্ব" হিসেবে পরিচয় লাভ করেছিল।

তৎকালীন [মগধ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%A7) রাজ্যের [সম্রাট বিম্বিসারের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0) শাসনামলে বৌদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। সম্রাট বিম্বিসার তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মীয়-বিশ্বাস হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর রাজ্যে অনেকগুলো বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের আদেশ প্রদান করেছিলেন। আর এই বিহারগুলোই বর্তমান ভারতের [বিহার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0) অঙ্গ-রাজ্যের নামকরণে ভূমিকা রেখেছিল।[[৭]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8#cite_note-Wolpert-7)

উত্তর ভারতের [বারাণসীর](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%B8%E0%A7%80) বর্তমান হরিণ-পার্ক নামক জায়গাটিতে বৌদ্ধ তাঁর পাঁচ-সঙ্গীকে প্রথম ধর্মদেশনা প্রদান করেছিল। বুদ্ধ সহ তাঁর এই পাঁচ সন্ন্যাস সহচর মিলে প্রথম সংঘ (ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীদের দ্বারা গঠিত সম্প্রদায়) গঠন করেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ-গ্রন্থ অনুযায়ী, প্রাথমিক অনিচ্ছা থাকার সত্ত্বেও গৌতম বুদ্ধ পরে সন্ন্যাসীনিদেরও সংঘের আওতাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীনিদের "ভিক্ষুণী" হিসেবে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধের মাসি এবং তাঁর সৎ-মা [মহাপজাপতি গোতমী](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF_%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A6%AE%E0%A7%80) ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম ভিক্ষুণী। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে তিনি ভিক্ষুণী হিসেবে সন্ন্যাস পদ গ্রহণ করেন।

জানা যায়, বুদ্ধ তাঁর অবশিষ্ট জীবনের বছরগুলোতে ভারতের উত্তরাঞ্চল ও অন্যান্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলগুলোতে পরিভ্রমণ করেন।

বুদ্ধ [কুশীনগরের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0) পরিত্যাক্ত এক জঙ্গলে দেহত্যাগ বা মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। মারা যাওয়ার পূর্বে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রচার করা ধর্মীয়দেশনাই হবে তাদের শাস্তা যা তাদের দিক-নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করবে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর হতে বুদ্ধবাণীকে সংরক্ষণের জন্য শত শত অরহত পণ্ডিত ভিক্ষু তিনটি সঙ্গায়নের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক সংকলিত হয়েছে।